সর্বোচ্চ ২৯.২°
সর্বনিম্ন ২১.৩°
শিলিগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৫ শতাংশ
বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৬ মে ২০১৮ সতেরো

বিপদের আশ্রয় আজ জমি মাফিয়াদের নজরে

আটের দশকে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় পাহাড় থেকে শয়ে-শয়ে মানুষ সমতলে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিপদের সময় নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে তাঁরা ঘাঁটি গেড়ে ছিলেন বর্তমান ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। পরবর্তীতে মহানন্দার চরে ফাঁকা জমির আশপাশ দিয়ে গড়ে উঠতে শুরু করে বহুতল। ওয়ার্ডের অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমার পাড়া

সানি সরকার • শিলিগুড়ি

১৫ মে ঃ একটা সময় মহানন্দা নদীর চরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কলোনি। দখিনা বাতাস খেলা করত এলাকায়। এখন অবশ্য গোটা এলাকাটাই কংক্রিটের জঙ্গলে ভরা। ফলে পাড়ার রাস্তায় তেমনভাবে পড়ে না সূর্যের আলো। একের পর এক আবাসন গড়ে ওঠায় এলাকার ভাষাটাও যেন পালটে গিয়েছে। একটা সময় প্রতিটি রাস্তা যেমন প্রত্যেকের চেনা ছিল, তেমনই পরস্পরকে চিনতেন প্রত্যেকে। সময় বদলে এখন সবই অজানা-অচেনা। তবে মহানন্দার চরের ওপর থেকে নজর সরে যায়নি। বরং চর দখলে সক্রিয় জমি মাফিয়ারা, যা নিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিপিএমের রাগিণী সিংকে তাই বলতে শোনা যায়, 'অনেক কষ্টে মহানন্দাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। জানি না কতদিন তা সম্ভব হবে।'

আটের দশকের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শহরের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইতিহাস। তখন অবশ্য এলাকাটি পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সুবাস ঘিসিংয়ের পৃথক রাজ্যের আন্দোলনে জ্বলছিল পাহাড়। দার্জিলিং ছেড়ে দলে দলে ভীত-শান্তিপ্রিয় মানুষ নেমে আসতে শুরু করেন সমতলে। গান্ধি ময়দানের কাছে মহানন্দা নদী সংলগ্ন ফাঁকা এলাকায় তাঁরা মাথাগোঁজার জায়গা খুঁজে পান। গড়ে ওঠে ভানুনগর, শহিদ কলোনির মতো একাধিক পাড়া। সেসময় পাহাড় থেকে যাঁরা নেমে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই 'বিপদের আশ্রয়'-এ থেকে যান। যাঁরা পাহাড়ে ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁরাও বাড়িটি রেখে দেন ভবিষ্যতের জন্য। আজও পাহাড় জ্বললে কিছু মানুষ চলে আসেন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে আত্মীয়স্বজনদের কাছে কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকার জন্য। এলাকায় কান পাতলে শোনা যায়, একের পর এক যে বহুতলগুলি আকাশ স্পর্শ করতে মাথা তুলেছে, তার অধিকাংশেরই মালিক পাহাড়ের বাসিন্দারা। শুধু দার্জিলিং নয়, সিকিমের প্রচুর অধিবাসীর ফ্ল্যাট রয়েছে এখানে। অসম এবং বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনও কম নয়। যা পালটে দিয়েছে পাড়ার ভাষা।

একনজরে ৪৩ নম্বর

কাউন্সিলার ঃ রাগিণী সিং (সিপিএম)

ভোটার সংখ্যা ঃ প্রায় ১২ হাজার

এলাকা ঃ গান্ধিনগর, আপার ও লোয়ার ভানুনগর, প্রকাশনগর, নিউ প্রকাশনগর, পিসি মিত্তাল মেমোরিয়াল বাস টার্মিনাস

গান্ধিনগর, আপার ও লোয়ার ভানুনগর, প্রকাশনগর, নিউ প্রকাশনগর, পিসি মিত্তাল মেমোরিয়াল বাস টার্মিনাস এলাকাগুলি নিয়ে পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড। ৪৩৩ একর বিস্তৃত ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। সরকারি নথিতে বস্তি এলাকা রয়েছে ৯টি। কিন্তু যেভাবে বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং বহুতলের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে বস্তি খুঁজে পাওয়াটাই দুষ্কর। অভিযোগ, মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে এলাকার পুরানো বাসিন্দারা জমি আগলে রাখতে পারছেন না। প্রথমে বেশি টাকা দেওয়ার প্রলোভন, তাতে কাজ না হলে হুমকি। যার জেরে দিনদিন আদি বাসিন্দাদের সংখ্যা কমছে। ইদানীংকালে মহানন্দার ফাঁকা চরেও নজর পড়েছে জমির কারবারিদের, যা নিয়ে প্রায়শই অশান্তির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশকে। প্রসঙ্গ তুলতেই কাউন্সিলার রাগিণী সিং বলেন, 'এখানেই মনে হয় জমির দাম সবচেয়ে বেশি। তাই মহানন্দার চর শুধু নয়, একদিন হয়তো গোটা নদীটাই দখল হয়ে যাবে।'

নাগরিক পরিসেবা নিয়েও এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে। গত বছর এলাকার অনেকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলেও নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার হয় না। দীর্ঘদিন তাঁরা মশার তেল বা ধোঁয়া দেখেননি। কাউন্সিলারের প্রতি বিস্তর অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মুন্না প্রসাদ বলেন, 'ওয়ার্ডের কোনো উন্নয়নই হচ্ছে না। পাশোয়ান কলোনিতে গিয়ে কারও পক্ষেই ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। এতেই বোঝা যায় কাউন্সিলার এলাকার উন্নয়নে কতটা আন্তরিক।' গত ২৫ দিন ধরে ওয়ার্ডের প্রকাশনগরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ। যার জেরে এলাকার প্রচুর মানুষ ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি কাউন্সিলারের নজরে আনা হলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে না। স্থানীয় বিজেপি নেতা হিরা রায়ের অভিযোগ, শুধু প্রকাশনগর নয়, গোটা ওয়ার্ডেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। নাগরিক পরিসেবা বলতে কিছুই নেই ওয়ার্ডে। রাগিণীদেবী কিছু সমস্যার কথা মেনে নিলেও বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ মানতে নারাজ। বলেন, 'দিনদিন জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই নিরিখে রাতারাতি পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা আছে। তাই বছরের পর বছর মানুষ আমাদের পক্ষেই থাকেন। আগামীতেও থাকবেন।'

ছবি ঃ সূত্রধর

দুদিন পর নিখোঁজ এসআইয়ের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ এক সাব ইনস্পেকটরের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। দুদিন নিখোঁজ থাকার পর তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি থানার পেছনে থাকা সরকারি আবাসনের বন্ধ ঘর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর দার্জিলিংয়ে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে। মৃত সাব ইনস্পেকটরের নাম অজয় সুব্বা (৪৫)। তাঁর বাড়ি দার্জিলিংয়ের ডালি এলাকায়। তিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানায় কর্মরত ছিলেন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়িতে সরকারি আবাসনে একাই থাকতেন অজয়বাবু। মাঝেমাঝে তাঁর স্ত্রী এসে থাকতেন। কিছুদিন আগেই তাঁর স্ত্রী দার্জিলিংয়ে ফিরে যান। এরপর চলতি মাসের ১৩ তারিখ নিখোঁজ হয়ে যান অজয়বাবু। ১৪ তারিখ ভোটের ডিউটিতেও যাননি তিনি। মঙ্গলবার সকালেও তাঁর দেখা না মেলায় সহকর্মীদের সন্দেহ হয়। এরপরেই তাঁর খোঁজখবর শুরু হয়। সকালে অজয়বাবুর আবাসনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হয়। এরপরেই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, বিছানার উপরে অজয়বাবুর দেহটি পড়ে রয়েছে। ফ্যানের সঙ্গে একটি ওড়না ঝুলছে। ঘরের ভেতর থেকে পুলিশ একটি ছোটো শিশি পেয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিষক্রিয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার নীরজকুমার সিং বলেন, 'দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে বোঝা যাবে।' যদিও মৃতের স্ত্রী বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমছে রাস্তায়। ছবি ঃ শমিদীপ দত্ত

দশ বছরেও বদলায়নি রাস্তার হাল, ক্ষোভ সত্যজিৎ রায় সরণিতে

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ রাস্তার কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নীচু । সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু অবধি জল জমছে রাস্তায়। এই অবস্থায় দশ বছর কেটে গেলেও রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ জ্যোতিনগরের সত্যজিৎ রায় সরণির পাঁচশো পরিবার। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এ বিষয়ে কাউন্সিলারকে বারবার জানানো হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রবি রায়।

সেবক রোডের পাশ দিয়ে সত্যজিৎ রায় সরণিতে ঢুকতেই চোখে পড়বে বড়ো বড়ো গর্ত। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বহু বছর ধরে একবার রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছিল। গত দশ বছর আগে রাস্তার এই অবস্থা রয়েছে। গর্তগুলোর উপরে থাকা বড়ো বড়ো পাথর দেখিয়ে এলাকার বাসিন্দা রাজা চক্রবর্তী বলেন, 'রাস্তাটার উপর কারও কোনো নজর নেই। গত বছর আমরাই গর্তগুলি পাথর দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে সমস্যা না মিটে উলটে আরও বেড়েছে।' বর্ষার সময় ভোগান্তি বেশি হয় বলে জানালেন এলাকার আরেক বাসিন্দা প্রতাপ দাস। রাস্তার একদিকে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকায় সমস্যায় পড়ছেন পড়ুয়ারাও। প্রীতি আগরওয়াল নামে এক পড়ুয়ার কথায়, 'এই রাস্তা দিয়ে সেবক রোডে ওঠার সুবিধা থাকায় আমরা এখান দিয়েই বেশি চলাচল করি। কিন্তু রাস্তা উঁচু-নীচু হওয়ায় চলাচল করা যায় না। বর্ষায় গর্তগুলোতে পা পড়লে পুরো জুতো ভিজে যায়।' এই পরিস্থিতিতে বর্ষা আসার আগেই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'রাস্তার যা অবস্থা তাতে পায়ে হেঁটে চলাচল করা দায় হয়ে পড়েছে। গাড়ি নিয়ে চলাচল করা আরও দুষ্কর। বর্ষায় রাস্তার সমস্ত গর্ত জলে ভরতি থাকে । প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে । কাউন্সিলারের কাছে অনুরোধ এবছর বর্ষা আসার আগে তিনি যেন এ বিষয়ে একটু নজর দেন ।'

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ড কাউন্সিলার রবি রায় বলেন, 'রাস্তার অবস্থা খারাপ রয়েছে । এবছর বর্ষার আগেই রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হবে ।'

পার্থেনিয়ামে ছেয়েছে ইসলামপুর

ইসলামপুর, ১৫ মে ঃ ইসলামপুর শহরের প্রায় সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম। সবথেকে খারাপ অবস্থা শহরের প্রাণকেন্দ্র নিউটাউনের। পুরসভা অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত নিউটাউনের সরকারি আবাসনগুলি গড়ে উঠেছিল কয়েক দশক আগে। সরকারি আবাসনের ওই পাড়ায় এখন বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের ছড়াছড়ি। আবাসিকদের অভিযোগ, পার্থেনিয়াম গাছ মাড়িয়ে তাঁদের ঘরে ঢুকতে হয়। পুরসভাকে বারবার বলা সত্ত্বেও পার্থেনিয়াম সহ অন্যান্য জঞ্জাল পরিষ্কার করছে না। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ক্ষুব্ধ। ওই এলাকা তথা ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রাণগোপাল সাহারায় জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে শ্রমিক পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পার্থেনিয়াম পরিষ্কার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সোমবার ভোট হয়ে গেলে বুধবারের মধ্যে শ্রমিক লাগিয়ে পার্থেনিয়াম পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে।

শহরের নিউটাউনে সরকারি আবাসন বাদে পরিত্যক্ত জমি ও রাস্তার পাশে গজিয়ে উঠেছে পার্থেনিয়াম। নিউটাউনের সরকারি আবাসনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শুধু নিউটাউন নয়, শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা পার্থেনিয়ামে ছেয়ে গিয়েছে। শহরকে পার্থেনিয়ামমুক্ত করতে আদৌ আন্তরিক নয় পুরসভা। পুরসভা শহরকে পার্থেনিয়ামমুক্ত করতে চাইলে নিয়মিত পার্থেনিয়াম সাফাইয়ের কাজ করত । পার্থেনিয়ামমুক্ত করতে কোনো স্থায়ী উদ্যোগ নেই পুরসভার। কেবলমাত্র পার্থেনিয়াম নয়, নোংরা আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার না করাও শহরবাসীর অন্যতম মাথাব্যথার কারণ। সিপিএমের ইসলামপুর শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিকাশ দাসের অভিযোগ, পুরসভা এ বিষয়ে আন্তরিক হলে এতদিনে পার্থেনিয়াম পরিষ্কার হয়ে যেত। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হাজি মুজাফ্ফর হুসেন বলেন, 'পার্থেনিয়ামমুক্ত শহর গড়তে পুরসভার যে তাগিদ থাকা দরকার তার খামতির কারণেই বাসিন্দাদের ভুগতে হচ্ছে।' এ বিষয়ে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'অভিযোগ ঠিক নয়। আমরা নিয়মিত পার্থেনিয়াম সহ অন্যান্য জঞ্জাল পরিষ্কার করে থাকি। পাশাপাশি শহর থেকে পার্থেনিয়ামকে চিরতরে নির্মূল করতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।'

কাউন্সিলার হিসেবে ৩০ বছর পূর্ণ করলেন মুকুল সেনগুপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ ১৯৮৮ সাল। তখন শিলিগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন বর্তমান মেয়র তথা রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। পুরসভার বাজেট ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা। সেবারই প্রথম পুরসভায় পা রেখেছিলেন মুকুল সেনগুপ্ত। তারপর থেকে টানা ৩০ বছর ধরে কাউন্সিলার রয়েছেন মুকুলবাবু। মঙ্গলবারই শিলিগুড়ি পুরনিগমে কাউন্সিলার হিসেবে ৩০ বছর পূর্ণ করেন সিপিএমের এই 'কমরেড'। টানা এতগুলো বছর ধরে কাউন্সিলার থাকার নজির সম্ভবত মুকুলবাবুরই প্রথম।

১৯৮৮ সালে জয়ী হয়েই মুকুলবাবু শিলিগুড়ি পুরসভার স্যানিটেশন বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এরপর শিলিগুড়ি পুরনিগম হওয়ার পরে তিনি জল, পূর্ত, জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মেয়র পারিষদের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান বোর্ডেও তিনি মেয়র পরিষদের সদস্য। এদিন মুকুলবাবুর এই কৃতিত্বের কারণে পুরনিগমের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা তাঁকে অভিনন্দন জানান। মুকুলবাবু বলেন, 'দীর্ঘ ৩০ বছর কাউন্সিলার থাকার সুবাদে পুরনিগমে ভালোমন্দ সমস্ত দিকগুলি দেখেছি। চোখের সামনে শহরটাকে বড়ো হতে দেখলাম। পুরসভার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিসেবাও বেড়েছে। আগে পুরসভা থাকাকালীন ৩০টি ওয়ার্ড ছিল। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪৭টি। ১৯৮৮ সালে যখন পুরসভাতে আসি তখন বাজেট ছিল ৯০ লক্ষ টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০৯ কোটি টাকা। তবে যখন যে দায়িত্ব পেয়েছি, তা পালন করার চেষ্টা করেছি।'

মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের কাউন্সিলারদের মধ্যে মুকুল সেনগুপ্ত একটানা ৩০ বছর কাউন্সিলার রয়েছে। এখন ও সবচেয়ে অভিজ্ঞ কাউন্সিলার। দীর্ঘদিন ধরে ওর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে দেখেছি, কাজটা খুব ভালোবাসে। উপস্থিত বুদ্ধিটাও খুব ভালো। যার ফলে এই বোর্ড চালাতে ওর পরামর্শের প্রয়োজন হয় মাঝেমধ্যেই।'

প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে ন্যাফের উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ শিলিগুড়িকে দূষণমুক্ত করতে ন্যাফের ডাকে সাড়া দিল শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে লক্ষ্য রেখে ন্যাফের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ বিভিন্ন ক্লাব ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। ন্যাফের পক্ষে প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে নিজ নিজ উদ্যোগে অভিযানেরও অনুরোধ করা হয়। সম্প্রতি পুরনিগম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের পক্ষে প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়ার অভিযান হয়েছে। আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক শুরু হয়েছে বলে ন্যাফ জানিয়েছে।

সম্প্রতি রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়ে তোলার বার্তা দেখা গিয়েছে। ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানান, 'এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাষ্ট্রসংঘের তরফে প্লাস্টিক দূষণের মোকাবিলাকে থিম করা হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে দূষণের অন্যতম কারণ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ। পুরনিগম শহরে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেও অবাধে এর ব্যবহার হচ্ছে।' অনিমেষবাবু জানান, 'আমরা বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করছি। ইতিমধ্যেই অনেকটা সাড়া পেয়েছি। এমনকি ধর্মীয় সংগঠনগুলিও নিজেদের অনুষ্ঠানে প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়ে তোলার ডাক দেবে বলে আশ্বস্ত করেছে।'

আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ মিত্র সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আগামী ২৬ ও ২৭ মে সুরেন্দ্র মঞ্চে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য সম্মিলনীর কার্যালয় থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক উদয় দুবে জানিয়েছেন, ২৪ মে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

ST. MICHAEL'S SCHOOL
SILIGURI
(A Residential & Day-Boarding School)

অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র মাস্টার অপূর্ব আগরওয়াল আই.সি.এস.ই - ২০১৮ এ ৯৮.৬% নম্বর পেয়ে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে প্রথম এবং আমাদের রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে । এই আনন্দ সংবাদ আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতা, অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি ।

আমাদের বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ফলাফল -
৯৫% এবং তার বেশি - ১৮ জন
৯০% এবং তার বেশি - ৫৩ জন
৮৫% এবং তার বেশি - ৩১ জন
৮০% এবং তার বেশি - ১২ জন
৭০% এবং তার বেশি - ০৬ জন
সামগ্রিক ব্যাচের গড় নম্বর - ৯০.৩৭ শতাংশ

St. Michael's School
2nd Mile, Sevoke Road
Siliguri - 734001
Phones: (0353) 2548358, 9434069253, 9434069263
email: st_michaels@smsslg.com
www.smsslg.com